Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

25 August 2023 / 8 Safar 1444H

আমাদের কথাবার্তায় দায়িত্বশীলতা অবলম্বন

الحَمدُ لِلَّهِ مُثِيبِ الطَّائِعِينَ عَلَى صَالِحِ العَمَلِ أَجزَلَ الثَّوَاب، وَمُجِيبِ الدَّاعِينَ فَهُوَ أَكرَمُ مَنْ أَجَابَ، وَيَهدِي إِلَيهِ مَن تَابَ وَأَنَابَ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً لاَ يَحجُبُهَا عَنِ الإِخلاَصِ حِجَابٌ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ أَرسَلَهُ بِأَسمَحِ دِينٍ وَأَفصَحِ كِتَابٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهلِ التُّقَى وَأُولِي الأَلبَابِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عَبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আসুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সকল নির্দেশ পালন করে এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থেকে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। আল্লাহ যেন আমাদের সকল ভাল কাজসমূহ গ্রহণ করেন এবং আমাদিগকে দয়া ও ক্ষমা করেন। । আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন!

সম্মানিত মুসলমানবৃন্দ,

মহান আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা পবিত্র কোরানের সুরা ক্বাফের ১৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

অর্থঃ *“এমন কোন কথাই সে মুখ থেকে বের করে না যখন তার সামনে কোন রক্ষক উপবিষ্ট থাকেন না”।*

আমার মতে, এই আয়াতটিতে প্রতিটি ব্যাক্তিকে তাঁদের উচ্চারিত প্রতিটি কথার জন্য দায়বদ্ধ থাকতে হবে এমন বলা হয়েছে। আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, ভেবে দেখুন আমরা যা বলি, আমাদের কথিত প্রতিটি শব্দ ফেরেশতারা রেকর্ড করতে থাকেন। তার অর্থ হলো, আমাদের প্রতিটি কথা আমাদের পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী দিবে পরকালে। আমরা যদি সাবধান হই, অন্যের প্রতি দয়ালু ও ভদ্রভাবে কথা বলি তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভ করতে পারব বলে মনে হয়। এবং সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন এর বিপরীতটাও সত্য। অর্থাৎ, আমরা যদি সাবধান না হই এবং অন্যের প্রতি ন্যাক্কারজনক আচরণ করি, তাহলেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন যার জন্যই আমাদেরকে কথাবার্তায় খুব সাবধান হওয়া দরকার।

সুবহানাল্লাহ! এ এক বড় দায়িত্ব আমাদের ওপর ন্যস্ত আছে। এবং এটা আমাদেরকে সাবধান হতে উদ্বুদ্ধ করবে যেন আমরা আমাদের মতামত প্রকাশের সময় বা আমাদের প্রতিটি কথা বলার সময় আমরা শব্দ বাছাইটা ঠিকমত করি৷ যে শব্দ ব্যবহার করছি বা যে মতে কথা বলছি, তা কি সত্য নাকি আমরা মিথ্যা বলছি? সে কথা কি মানুষের উপকারে আসবে নাকি অন্য রকম হবে? সেই কথা কি মানুষকে একতাবদ্ধ করবে নাকি মানুষে মানুষে আরো শত্রুতা বা বিভেদ সৃষ্টি করবে?

এটা লক্ষ্য রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য না জানা থাকলে বা কোন বিষয়ে কারো সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে সে বিষয়ে কথা বলার চেয়ে চুপ করে থাকার মধ্যে কোন লজ্জা নাই। বরং, এইরকম পরিস্থিতিতে কারো চুপ থাকাটা বিচক্ষণতারই পরিচয় দেয়। ইমাম মালিক (রাঃ)র উদাহরণটিতে আমরা লক্ষ্য করতে পারি- এক ধর্মীয় বিষয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি চল্লিশটির মধ্যে ৩৬টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন “আমি জানি না” এই বলে।

এই প্রশ্নগুলির উত্তর তিনি জানেন না, এই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে ইমাম মালিকের অবস্থান কোনভাবেই ছোট হয়ে যায় নাই। এট আসলে সত্য যে উনি সেই প্রশ্নগুলির উত্তর জানতেন না । এবং এই কথার মধ্য

দিয়ে আরো প্রতিভাত হয়েছে যে, সেই বিষয়গুলির উত্তর জানার জন্য বিষয়গুলি নিয়ে তাঁর আরো পড়াশুনা এবং গবেষণা করা দরকার।

সেদিনের সেই প্রশ্নোত্তর পর্বের পরে ইমাম মালিকের অবস্থান শুধু যে একই অবস্থানে আছে তাই-ই নয়, মূলতঃ জ্ঞান এবং বিচক্ষনতায় তিনি আজও পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে আছেন। এ ছাড়া, ইসলাম ধর্ম বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং পন্ডিতেরা আজো তাঁর লিখিত বইগুলির শরণাপন্ন হন।

নিম্নে উল্লেখিত আচরণগুলি হলো আমাদের জন্য একেকটি উদাহরণ যা নবী করিম (সাঃ) আমাদের শিখিয়ে গেছেন এবং তা তিরমিযী হাদীসে এভাবে বর্ণিত আছে;

عن عُقْبَة بن عامر رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله ما النَّجَاة؟
قال: أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

অর্থঃ উকবাহ বিন আমীর একটি প্রতিবেদনে লেখেন যে, “ আমি একবার আল্লাহর রাসুল মুহম্মদ (সঃ)কে জিগ্যেস করেছিলাম, “হে আল্লহর নবী, কি করলে আমরা নিরাপদ থাকতে পারব?” তিনি জবাবে বললেন, “তোমার কথাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, তোমার বসবাসের জায়গাটিকে মনে করবে তোমার জন্য যথেষ্ট এবং নিজের পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও”। (ইমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

তাই দেখা যাচ্ছে যে, জিহবা বা কথাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ভাল আচরণের এবং সদ্ব্যবহারের একটি অন্যতম লক্ষণ যার ওপর আমাদের নবী করিম (সঃ) যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রসরতার কারণে এখন আমরা সবাই সব তথ্য খুব সহজে হাতের কাছে পেয়ে যাই। এখন অনলাইনে সব রকম তথ্য পাওয়া যায়। এমনকি যে কোন মানুষের ব্যাক্তিগত সকল তথ্যাদি পর্যন্ত।

তারওপর, যে কোন মানুষ তার নিজের যাবতীয় মতামত নানাবিধ সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করে থাকে। ইন্টারনেট মানুষকে তার সকল মতামত অবাধে প্রকাশ করার স্বাধীনতা দিয়েছে।

আমরা এমন অনেক দেখেছি যে কিছু মানুষ কিভাবে অন্যের মতামতের প্রতি কোনরকম শ্রদ্ধা না রেখে বা অন্যের মতামতকে বিবেচনায় না রেখে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে তাদের মতামত প্রচার করছে। যেন বা তার নিজের মতামতটাই পৃথিবীতে একমাত্র সঠিক মতামত।

এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। তবে, আমাদের এই মতামত প্রকাশের প্রবল উদ্দীপনারও একটি ধর্মীয় বিধিনিষেধ বা মূলমন্ত্র আছে যা আমাদের সর্বদা মনে রাখা দরকার। যেমনঃ প্রতিটি কথা বলার জন্য একপ্রকার জবাবদিহিতার চিন্তা মাথায় রাখা।

কোন কথা বলে ফেলার আগে ভাবা দরকার কথাটা কতটা সঠিক বা কথাটা বলার পর তার সম্ভাব্য প্রভাব কার ওপর কিভাবে পরবে। মনে রাখা দরকার, আমাদের প্রতিটি কথার একটি শক্তি আছে যা অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, তাই আমরা কি কথা, কোথায় বলছি এ ব্যাপারে আমাদের সংবেদনশীল ও সাবধান হওয়া উচিত যাতে পরকালে যেয়ে এ নিয়ে আমরা প্রশ্নবিদ্ধ না হই।

ভার্চুয়াল দুনিয়ায় এবং বাস্তবের দুনিয়ায় মতামত প্রকাশে আমাদের সকল প্রচেষ্টা উন্নত করতে মহান আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা যেন আমাদের রহম করেন। আমরা যেন সেইসমস্ত মানুষ হতে পারি যারা সত্যের প্রসার ঘটিয়ে থাকে এবং যাদের উচ্চারিত প্রতিটি কথা দয়া, স্নেহ, ভালবাসার সংগে উচ্চারিত হয়ে থাকে। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرُكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضلِهِ يُعطِكُم، وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ، وَاللهُ يَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ.